গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪ বৈশাখ, ১৪১৪

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/০৫/২০০৭-২২৫৮ তারিখ ঃ ----------------

০৭ মে, ২০০৭

পরিপত্র

বিষয় ঃ ঢেউটিন বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।

দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা **প্রশাসকগণের** অনুকূলে থোক হিসাবে ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ এবং এলাকার লোক সংখ্যার ভিত্তিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। বরাদ্দকৃত ঢেউটিন বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরসভা চেয়ারম্যানের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক প্রকৃত বরাদ্দ প্রাপক নির্ধারণ করবেন। ঢেউটিন বরাদ্দ/বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ-

১। ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসগৃহের স্ব-নির্মিত দোকানের/ওয়ার্কশপের মেরামত /পুনঃ নির্মাণের জন্য পরিবার প্রতি ১-২ বান্ডিল ঢেউটিন নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারে ঃ-

(ক) দরখাস্তটি/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধান/কর্তাকে ১০(দশ) বৎসরের মধ্যে ২(দুই) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন প্রদান করা যাবে না;

(গ) দরখাস্তকারীর বাড়ী/দোকান/ওয়ার্কশপ মেরামত/**নির্মাণ**/পুনঃ নির্মাণ করিবার জন্য নিজস্ব জমি থাকতে হবে।

২। অনুর্ধ ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা মাসিক আয়ের লোকদের গৃহনির্মাণ সহায়তার জন্য ও দেশের সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ১-২ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ করা যেতে পারে ঃ-

(ক) দরখাস্তটি/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট **সিটি** কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধান/কর্তাকে ২(দুই) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন প্রদান করা **যাবে না**;

(গ) দরখাস্তকারীর বাড়ী করিবার জন্য নিজস্ব **জায়গা**/জমি থাকতে হবে ;

৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/গির্জা/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন ২-৫ বান্ডিল ঢেউটিন নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারে ঃ-

(ক) দরখাস্তটি/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) কোন অবস্হাতেই ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে কোন কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৫ (পনের) বান্ডিল এবং জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা/এতিমখানায় ১০(দশ) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন বরাদ্দ করা যাবে না ।

৪। (ক) প্রতি অর্থ বছরে দেশে যে পরিমাণ ঢেউটিন এর প্রয়োজন অনুমিত হবে তার একটি সম্ভাব্য পরিমাণ মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করবেন।

(খ) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের প্রস্তাব পর্যালোচনার পর যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ অর্থ উপযোজনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণপূর্বক খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবর অর্থ ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বিদ্যমান সকল বিধি, নীতিমালা অনুসরণ করে ত্রাণের টিন সংগ্রহ করবেন এবং বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(গ) কেন্দ্রীয়ভাবে সংগৃহীত টিন মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ দেবেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থদের /আবেদনকারীদের মধ্যে টিন বিতরণ করে মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

(ঘ) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার তার অধীনস্থ জেলাসমূহে ঢেউটিন বিতরণ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত তদারকী কর্তৃপক্ষ (Supervisory Authority) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কোন বিশেষ প্রয়োজনে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কোন জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত টিন জেলা হতে প্রত্যাহার করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলার অনুকূলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে পুনঃ বরাদ্দ দিতে পারবেন।

৫। বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/গির্জা/পাঠাগার ইত্যাদি এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের বাসস্থান নির্মাণ /পুনঃনির্মাণের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি ঢেউটিন বরাদ্দ করা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রয়োজনবোধে জেলার অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে বিধি মোতাবেক বরাদ্দ করতে পারবেন। তবে এই ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে জেলার অধীন প্রতি উপজেলার এবং পৌরসভার বিপরীতে সর্বোচ্চ ২(দুই) টি প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের বরাদ্দ দিতে পারবেন।

৬। উপরোক্ত ***১, ২, ৩ ও ৪*** নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদন পত্রসমূহে উপস্থাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দরখাস্ত অফিস প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হবে।

৮। ঢেউটিন বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৯। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ''ক'' ও ''খ'' শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। যাদের বাড়ীঘর/দোকান/ওয়ার্কশপ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা ''ক'' শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ''খ'' শ্রেণীভুক্ত হবেন। ''ক'' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদেরকে ২(দুই) বান্ডিল এবং ''খ'' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের ১ (এক) বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ করা যাবে।

১০। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তার মজুদ হতে এই নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রের বিপরীতে ঢেউটিন সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে বিতরণ বিবরণী দাখিল করবেন। বরাদ্দকৃত ঢেউটিন যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। বরাদ্দকৃত ঢেউটিনের যে কোন অপচয়, অনিয়ম, রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১১। ঢেউটিনের বরাদ্দপত্র জারীর পর ইহার কার্যকারিতা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কোন যৌক্তিক কারণে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত ঢেউটিন বিতরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ঢেউটিন বিতরণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

১২। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হতে জেলা প্রশাসকগণের নিকট সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১৩। এই পরিপত্র জারীর প্রেক্ষিতে সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত পরিপত্রসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৭/০৫/২০০৭
(মোহছেনা ফেরদৌসী)
যুগ্ম-সচিব(দুঃব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/০৫/২০০৭-২২৫৮/১(৯১৫) তারিখ ঃ ০৭/০৫/২০০৭

বিতরণ ঃ অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৪। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৬। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
৭। মাননীয় মেয়র এর একান্ত সচিব, ... (সকল)।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
৯। চেয়ারম্যান, পৌরসভা, ... (সকল)।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১১। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা .... (সকল)।
১২। যুগ্ম-সচিব(দুঃব্য)/উপ-সচিব (ত্রাক-২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আমির হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সি.আই.শীট/ঢেউটিন পাইবার আবেদন।

১। দরখাস্তকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্হায়ী ঠিকানা ঃ ....
....

২। (ক) মাসিক আয় ঃ .... (খ) পেশা ঃ .... (গ) পদবী ঃ ....

(ঙ) স্হাবর/অস্হাবর সম্পত্তির মূল্য ঃ .... ।

(চ) যে জায়গা/জমিতে ঘর তোলা হবে তার বিবরণ (দাগ নম্বরসহ) ঃ .... ।

৩। (ক) কি কারণে সি.আই.শীট/ঢেউটিনের প্রয়োজন ঃ ....
.... ।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঃ
.... ।

৪। (ক) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/মসজিদ/পাঠাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংকুলানের বিবরণ ঃ ....
.... ।

৫। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা সরকারী রেজিষ্ট্রিকৃত/অনুমোদিত কিনা ঃ .... ।
(নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে)

৬। ব্যক্তিগত প্রয়োজন হলে, তার ব্যাখ্যা ঃ ....
.... ।

৭। যুদ্ধাহত/পংগু মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে পংগুত্বের সনদপত্রঃ .... এবং কার্ড নং .... ।

৮। পূর্বে সরকার হতে নিজে/পরিবারভূক্ত কেউ/প্রতিষ্ঠান কোন সি.আই.শীট/ঢেউটিন/অর্থ সাহায্য পেয়েছে কিনা ঃ

হ্যাঁ/না। পেয়ে থাকলে, কি পরিমাণ এবং কোন্ সূত্রে/মাধ্যমে পেয়েছেন ঃ ....
.... ।

৯। আবেদনকারীর ঘোষণা ঃ

আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমার বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। বরাদ্দকৃত ঢেউটিন যে কারণে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজে ব্যবহার করব এবং কোন অবস্থাতেই বিক্রয় করব না। এ ব্যাপারে কোন তথ্য মিথ্যা প্রমানিত হলে যে কোন দন্ডের জন্য আমি দায়ী থাকব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(নাম ও ঠিকানা)
....
....

১০। উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য কি না এ ব্যাপারে স্হানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি কপরোশেন/পৌর এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার এর সুপারিশ/মন্তব্য ঃ ....
.... ।

তারিখ ঃ .... স্বাক্ষর ও সীল

১১। চাকুরীজীবি হলে তার অফিস প্রধানের সুপারিশ/মন্তব্য ঃ ....
.... ।

তারিখ ঃ .... স্বাক্ষর ও সীল

১২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মন্তব্য/সুপারিশ (সিটি করপোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই)
.... ।

তারিখ ঃ .... স্বাক্ষর ও সীল

* প্রাকৃতিক দুর্যোগে/অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ফরম পূরণ করতঃ এতদসংগে সংযুক্ত করতে হবে।
* অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।